দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 AUG 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

05 AUG 1986

আটপাড়া

মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম খান

উত্তরাঞ্চলীয় অনুন্নত নেত্রকোনা জেলার ১৫ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে মগরা নদীর তীরে আটপাড়া উপজেলা অবস্থিত। ইহার উত্তরে বারহাট্টা দক্ষিণে কেন্দুয়া, পূর্বে মোহনগঞ্জ ও মদন এবং পশ্চিমে নেত্রকোনা সদর উপজেলা অবস্থিত। আটপাড়া উপজেলা ৭টি ইউনিয়নে ১৬২টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। জনসংখ্যা ১,০৬,৫২৭ তন্মধ্যে পুরুষ ৫৪,৭৯৫ ও মহিলা ৫১,৭৩২। জমির পরিমাণ ৪৭,১৩৮.৯৩ একর।

যোগাযোগঃ বর্ষাকালে নৌকা এবং লঞ্চ যাতায়াত ও পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।। এখানে স্থল পথে রিকশা, বাস, ট্রাক চলাচল উপযোগী কোন রাস্তা নেই। উপজেলায় কোন রেল পথ নেই। জেলা শহরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যম একমাত্র পা। এমনি দূরবস্থায় উপজেলাবাসী সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, এখানে ৩/৪ মাইল আধা পাকা রাস্তা (এইচ, বি,বি) রয়েছে। কাঁচা রাস্তাগুলোও সংস্কারহীন আধভাঙ্গা প্রায়। অধিকন্তু রাস্তার ওপর অধিকাংশ পুল, কালভার্টগুলো নির্মিত না হওয়ায় যথেষ্ট অসুবিধা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারী নজর দেয়া আশু প্রয়োজন।

কৃষিঃ উপজেলাবাসীর ৯৫% লোক কৃষিজীবী। এক ফসলা ইরি, বোরো ধান সফলই প্রধান। অন্যান্য ফসলের মধ্যে পাট, তামাক, সরিষা, আলু ভাল জন্মায়। বর্তমানে কৃষি উৎপাদনে মোট ২১৮টি পাওয়ার পাম্প ও ৬৫টি গভীর নলকূপ সেচ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। উপজেলার কৃষি উন্নয়নে দু'টি ব্যাঙ্ক ব্যক্তিগতভাবে ও বিভিন্ন সমিতির মাধ্যমে ঋণদানে যথেষ্ট অগ্রগতিতে সাহায্য করছে। আটপাড়া উপজেলা সমবায় সমিতি ১টি। বহুমুখী সমবায় সমিতি ৭টি। মৎস্য সমবায় সমিতি ৬টি। বিশেষ সমিতি ৩টি। কৃষি সমবায় সমিতি ১২৮টি। কৃষকদের মধ্যে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৭ লাখ টাকা। কৃষি ফসল উপজেলার আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও ভোগের পর যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকে।

শিক্ষাঃ আটপাড়া উপজেলায় শিক্ষিতের হার ১৯.১%। এখানে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫২টি ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৪টি। মঞ্জুরীকৃত এবতেদায়ী মাদ্রাসা ১৬টি ও অন্যান্য মাদ্রাসা ৪টি। দাখিল মাদ্রাসা ২টি। বেসরকারী মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথাক্রমে ৬ ও৫টি। কলেজ রয়েছে ২টি।

হাটবাজার উপজেলাবাসীর আর্থিক অবস্থা অনেকটা ভাল। কিন্তু হাট-বাজারগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। এলাকার হাট-বাজারগুলোর অবস্থা উন্নয়নে কোন মহলেরই তৎপরতা নেই। উপজেলায় ৫টি উল্লেখযোগ্য বাজার ও ২টি হাট রয়েছে। আটপাড়া উপজেলা কেন্দ্রের হাট 'বুরুজের বাজার। এটি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্র। এখানে প্রচুর ধান, পাট ক্রয় বিক্রয় হয়। নদীপথে এ এলাকার উদ্বৃত্ত ধান, পাট উক্ত হাটে বিক্রয়ের মাধ্যমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে স্থানান্তরিত হয়।

আইন শৃঙ্খলাঃ আটপাড়া উপজেলার আইন আদালতের অবস্থা ঠিক মগের মুল্লুকের মত। আইন শৃঙ্খলার উন্নতি, প্রশাসনিক তৎপরতা খুবই শিথিল ও দুর্নীতিযুক্ত বলে অভিযোগ রয়েছে। গত ১ বছরে ফৌজদারী কোর্টে ৫৭৮টি মোকাদ্দমার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৩৬৩টি। বদলী হয়েছে ১৪৮টি। এবং বর্তমানে রায়ের অপেক্ষায় আছে ৬৯টি। দুষ্ট লোকে বলে দেওয়ানী আদালতে দুর্নীতি সরচেয়ে চরমে। এখানে টাকায় আইন তৈরী হয়। মাঝে মধ্যে মোকদ্দমা চলাকালীন নথি-পত্র উধাও হয়ে যায়। ওই সব দুষ্ট লোকের মতে এসব দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ না হলে এখানকার আইন-আদালত জনগণের জন্য অর্থহীন।

চিকিৎসাঃ আটপাড়া উপজেলা কেন্দ্রে ৩১ বেডের ১টি আধুনিক সরকারী হাসপাতাল রয়েছে। সরকারীভাবে ওষুধ হাসপাতালের খাতায় থাকলেও ওষুধ দোকান থেকে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। ডাক্তারগণ হাসপাতালে ডিউটি না করে চেম্বারে পয়সার বিনিময়ে রোগী দেখেন। হাসপাতাল মাঠটি গরু-ছাগলের চারণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। সব মিলে এখন স্বাস্থ্যহীন চিকিৎসালয়টিরই চিকিৎসা আশু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এছাড়া ২টি দাতব্য চিকিৎসালয় ও ৩টি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক রয়েছে।

উপজেলার বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে বিদ্যুৎ লাইন সংযোজনই প্রধান। উপজলাবাসী কবে আলোর দেখা পাবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। সার্বিক দিক দিয়ে উদ্বৃত্ত উৎপাদনশীল আটপাড়া উপজেলার প্রতি সরকারী দৃষ্টি আজ একান্ত প্রয়োজন।

156